



49020 - দুই ঈদরে নামাযরে ক্বতেরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ

প্রশ্ন

আমি দুই ঈদরে নামাযরে ক্বতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ কী সটো জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদরে সালাত ঈদগাহে আদায় করতেন। তিনি ঈদরে সালাত মসজিদে আদায় করছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ইমাম শাফয়ী 'আলউম্ম' নামক গ্রন্থে বলছেন: "আমাদের কাছে এই মর্মে রওয়ায়তে পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদরে দিনি মদিনার ঈদগাহে যতেন। তাঁর ওফাতরে পরেও সবাই সটোই পালন করত; যদি না বৃষ্টি বা এ জাতীয় অন্যকোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। মক্কাবাসী ব্যতীত অন্য সব অঞ্চলে লোকরোও সটোই করতেন।" সমাপ্ত

তিনি তাঁর সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরে ঈদরে নামাযরে জন্ম বরে হতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুল্লাহ নামক এক সটে পোশাক ছিল। তিনি সটে পরে দুই ঈদ এবং জুমার সালাত আদায় করতেন যতেন।

হুল্লাহ হচ্ছে-এক জাতীয় কাপড় দিয়ে তৈরী দুই অংশবিশিষ্ট এক সটে পোশাক।

তিনি ঈদুল ফতিররে সালাত আদায় করতেন যাওয়ার আগে খজের খতেন। খজেরগুলো বজেগেড় সংখ্যায় খতেন। ইমাম বুখারী (৯৫৩) আনাস ইবনে মালিকি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলছেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফতিররে দিনি সকালবলো খজের না খয়ে বরে হতেন না / তিনি বজেগেড় সংখ্যক খজের খতেন।"

ইবনে ক্বদামাহ বলছেন:

"ঈদুল ফতিররে দিনি আগে আগে খাবার খাওয়া মুস্তাহাব- এ ব্যাপারে কোন ভিন্ন মত আমাদের জানা নাই।" সমাপ্ত

ঈদুল ফতিররে দিনি নামায আদায়ের আগেই খয়ে ফলোর পছিনে হকিমত হলো- কটে যেনে এটিনি ভাবে যে সালাত আদায় করা পর্যন্ত না খয়ে থাকা অপরহির্ষ। আবার কারো কারো মতে, আগে আগে খাবার খাওয়ার পছিনে হকিমত হল- উপবাসের মাধ্যমে আল্লাহর নরিদশে পালন করার পর অনতিবিলম্বে খাবার খাওয়ার নরিদশে পালন করা।



যদি কোন মুসলমি খজের না পায় তাহলে তিনি অন্য যেকোন কিছু এমনকি পানি হলেও পান করবেন। যাতে তিনি অন্তত সুন্নতের মূল উদ্দেশ্যটা অনুসরণ করতে পারেন। তা হল- ঈদুল ফতিরের নামাযের আগে কিছু খাওয়া বা পান করা।

পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিন তিনি ঈদগাহ থেকে ফরোর আগ পর্যন্ত কিছু খতেনে না। ঈদগাহ থেকে ফরোর পর তিনি কেরবানীর পশুর গাশত খতেনে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত আছে যে তিনি দুই ঈদরে দিন গোসল করতেন। ইবনুল কাইয়মি বলছেন: “এ সম্পর্কে দুইটি দুর্বল হাদিস রয়েছে...। তবে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি সুন্নত অনুসরণে ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন, তাঁর থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি ঈদরে দিন নামাযে বরে হওয়ার আগে গোসল করতেন।” সমাপ্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায় হটে ঈদরে নামাযে যতেনে এবং পায় হটে ঈদরে নামায থেকে ফরি আসতেন।

ইবনে মাজাহ (১২৯৫) ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলছেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায় হটে ঈদরে নামাযে যতেনে এবং পায় হটে ঈদরে নামায থেকে ফরি আসতেন।” [আলবানী সহীহ ইবনে মাজাহ গ্রন্থে এ হাদিসকে হাসান বলে আখ্যায়িত করছেন।]

ইমাম তরিমযী (৫৩০) আলী ইবনে আবু ত্বালবে থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলছেন: “ঈদরে নামাযে হটে যাওয়া সুন্নত।” [আলবানী সহীহ তরিমযী গ্রন্থে এ হাদিসকে হাসান বলে আখ্যায়িত করছেন।]

ইমাম তরিমযী আরো বলছেন:

“অধিকাংশ আলমে এই হাদিস অনুসরণ করছেন এবং ঈদরে দিন পায় হটে সালাত আদায়ের জন্য বরে হওয়াকে মুস্তাহাব্ব হিসেবে আখ্যায়িত করছেন . . .। কোন গ্রহণযোগ্য অজুহাত ছাড়া যানবাহন ব্যবহার না-করা মুস্তাহাব্ব।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহে পৌঁছেই নামায শুরু করে দতিনে। আযান, ইকামত অথবা “আসসালাতু জামআ” (নামাযের জামাতে হাজরি হও) এ ধরনের কোন ঘোষণা দতিনে না। তাই এগুলোর কোনটা না-করাই সুন্নত।

তিনি ঈদগাহে ঈদরে নামাযের আগে বা পরে আর কোন নামায আদায় করতেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোতবা দয়ার আগে নামায শুরু করতেন। দুই রাকাত সালাতের প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমাসহ পরপর সাতটি তাকবীর দতিনে। প্রতি দুই তাকবীরের মাঝে কিছু সময় বিরতি দতিনে। দুই তাকবীরের মাঝখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ কোন দু‘আ পড়ছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “আল্লাহর প্রশংসা করবে, সানা পড়বে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করবে।”



সুননতরে অনুসরণেরে ব্যাপারে অত্য়নত সচতেন ইবনে উমর (রাঃ) প্রতী তাকবীরেরে সাথে হাত উঠাতনে।

তাকবীর বলার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন তলোওয়াত করতনে। প্রথমে সূরা ফাতহি পাঠ করতনে। তারপর দুই রাকাতেরে যে কোন এক রাকাতে “ক্বাফ ওয়াল ক্বুর’আনলি মাজীদ” (৫০ নং সূরা ক্বাফ) এবং অপর রাকাতে “ইক্বতারাভাসি সা’আতু ওয়ান শাক্বক্বাল ক্বামার” (৬৪ নং সূরা ক্বামার) তলোওয়াত করতনে। আবার কখনো “সাব্বহিস্মি রাব্বকাল আ’লা” (৮৭ নং সূরাহ আল-আ’লা) ও “হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ” (৮৮নং সূরা আল- গাশিয়াহ) দিয়ে দুই রাকাত নামায পড়তনে। সহীহ রওয়ায়তে এ সূরাগুলোর কথা পাওয়া যায়। এছাড়া আর কোন সূরার কথা সহীহ বর্ণনায় পাওয়া যায় না। ক্বরীত শেষে করার পর তিনি তাকবীর বলবে বুকু করতনে। এরপর সেই রাকাত শেষে করে উঠে দাঁড়ানোর পর পরপর পাঁচটি তাকবীর দতিনে। পাঁচবার তাকবীর দয়ো শেষে করার পর তলোওয়াত করতনে। অতএব প্রত্যকে রাকাতেরে শুরু করতনে তাকবীর দিয়ে। তলোওয়াতেরে পরপরই বুকু করতনে।

ইমাম তরিমযি একটি হাদিস সংকলন করছেন কাছীর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আওফ এর সূত্রে, তিনি তাঁর বাবা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে যে- “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদরে সালাতে প্রথম রাকাতে কুরআন তলোওয়াতেরে পূর্বে সাতবার তাকবীর দতিনে এবং অপর রাকাতে কুরআন তলোওয়াতেরে পূর্বে পাঁচবার তাকবীর দতিনে।” ইমাম তরিমযি বলেন: “আমি মুহাম্মাদকে অর্থাৎ ইমাম বুখারীকে এই হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করছিলাম। তিনি বলছেন: “এই বিষয়ে এর চয়ে সহীহ আর কোন হাদিস নহে এবং আমি নিজিও এই মত পোষণ করি।” সমাপ্ত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত শেষে করতনে তখন তিনি ঘুরে সবার দকি মুখ করে দাঁড়াতনে। সবাই তখন নিজ নিজ কাতারে বসে থাকত। তখন তিনি তাদেরকে উপদেশে দতিনে, নসীহত করতনে, আদেশে করতনে ও নষিধে করতনে, কোন মশিন পাঠাতে চাইলে সে নর্দিশে দতিনে অথবা কাউকে অন্য কোন আদেশে করতে চাইলে সে ব্যাপারে আদেশে করতনে। সখোনে কোন মম্বির রাখা হত না যার উপর তিনি দাঁড়াবনে অথবা মদনিার মম্বিরও এখানে আনা হত না। বরং তিনি মাটির উপর দাঁড়িয়েই তাদের উদ্দেশ্যে খোতবা দতিনে।

জাবরে (রাঃ) বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সাথে ঈদরে সালাতে উপস্থতি ছিলাম। তিনি খোতবার আগে আযান ও ইক্বামাত ছাড়া সালাত শুরু করলনে। নামাযেরে পর বলিলরে কাঁধে হলোন দিয়ে দাঁড়ালনে। তারপর তিনি আল্লাহকে ভয় করার আদেশে দলিনে, আনুগত্য করার ব্যাপারে উৎসাহতি করলনে, মানুষকে নসীহত করলনে, আখরোতেরে কথা স্মরণ করিয়ে দলিনে। এরপর তিনি মহিলাদেরে কাছে গলেনে, তাদেরকে আদেশে দলিনে ও আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দলিনে।” [সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলমি]

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে যতেনে। প্রথমে নামায আদায় করতনে। নামায শেষে লোকদেরে দকি মুখ করে দাঁড়াতনে। তখন লোকেরো সবাই কাতারে



বসে থাকত।”[এই হাদিসটি ইমাম মুসলিমি বর্ণনা করছেন।]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সকল বক্তৃতা আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু করতেন। এমন একটি হাদিসও পাওয়া যায়নি যে, তিনি দুই ঈদরে খোতবা তাকবীর দিয়ে শুরু করছেন। বরং ইবনে মাজাহ তাঁর সুনান গ্রন্থে (১২৮৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুয়াজ্জনি সাদ আল-ক্বারাজ থেকে বর্ণনা করছেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোতবার মাঝখানে তাকবীর পাঠ করতেন এবং দুই ঈদরে খোতবায় তিনি বেশি বেশি তাকবীর বলতেন।” [আলবানী ‘জয়ীফু ইবনে মাজাহ’ গ্রন্থে এ হাদিসকে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করছেন] এই হাদিসটি দুর্বল হলেও এতে এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে তিনি ঈদরে খোতবা তাকবীর দিয়ে শুরু করতেন।]

আলবানী ‘তামামুল মিন্‌নাহ’ গ্রন্থে বলেন: “এই হাদিসটি ইঙ্গিত করে না যে ঈদরে খোতবা তাকবীর দিয়ে শুরু করা শরয়িতসম্মত। উপরন্তু এ হাদিসটির সনদ দুর্বল। এতে এমন একজন রাবী আছে যিনি যয়ীফ (দুর্বল) এবং অপর একজন রাবী মাজহুল (অজ্ঞাতপরচয়)। তাই এ হাদিসকে খোতবাচলাকালীন সময়ে তাকবীর বলা সুন্নাহ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা জায়যে নয়।”

ইবনুল ক্বাইয়মি (রহঃ) বলছেন: “দুই ঈদ ও ইস্তিস্কা’ (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায) এর খোতবা কি দিয়ে শুরু হবে তা নিয়ে আলমেগণ বিভিন্ন মত পোষণ করছেন। কউে কউে বলছেন, উভয় (দুই ঈদ ও ইস্তিস্কা) খোতবা তাকবীর দিয়ে শুরু হবে। কউে কউে বলছেন, ইস্তিস্কা’ (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায) এর খোতবা ইস্তিগ্ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) দিয়ে শুরু হবে। আবার কউে বলছেন, উভয় (দুই ঈদ ও ইস্তিস্কা এর) খোতবা আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু হবে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: এই মতটি সঠিক...। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সব খোতবা আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু করতেন। সমাপ্ত

যারা ঈদরে সালাতে উপস্থিত হয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বসে খোতবা শুনান অথবা খোতবা না-শুনতে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

আবু দাউদ (১১৫৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আল-সায়বি থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ঈদরে সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি সালাত আদায় শেষ করে বললেন, “আমরা এখন খোতবা (বক্তৃতা) দবি। আপনাদের কউে ইচ্ছা করলে বসে খোতবা শুনতে পারেন। আর কউে চাইলে চলে যতে পারেন।”[আলবানী এ ‘সহীহ আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদিসকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করছেন।]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদরে দনি (আসা-যাওয়ার জন্য) ভিন্ন ভিন্ন পথ ব্যবহার করতেন। তিনি এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যতেন এবং আরকে রাস্তা দিয়ে ফরিে আসতেন। ইমাম বুখারী (৯৮৬) জাবরি ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেন: “ঈদরে দনিে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলাদা



আলাদা রাস্তা ব্যবহার করতেন।”